বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রমিক	নাম	পদবি
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
০২.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	বেগম আরমা দত্ত এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)
০৫	জনাব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৬.	জনাব মিথুন রশ্মি বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৭.	মিসেস ববিতা বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৮.	মিসেস রুপনা চাকমা (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
০৯.	জনাব রঞ্জন বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
১০.	জনাব জয় সেন তঞ্চগ্যা (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
১১.	জনাব জ্যোতিষ সিংহ (কুমিল্লা জেলা)	ট্রাস্টি
১২.	জনাব হ্লা থোয়াই হ্লী মার্মা (বান্দরবান পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

২. রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

৩. অভিলক্ষ্য : দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

চলমান পাতা-২

৪. ট্রাস্টের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা, মাননীয় সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৫ হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৪.১.বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ১০লক্ষ টাকাসহ মোট ৩০লক্ষ টাকা ৮৮টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে(বিহার) এবং ৩৫টি বৌদ্ধ শ্মশানে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

৪.২.শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে ।

২০২২-২৩অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৩(তিন) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ১৩৯২টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

চলমান পাতা-৩

৪.৩.অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৬ জনকে (অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) চিকিৎসার জন্য মোট ৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪.অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা সহায়তা বাবদ বৃত্তি প্রদান

২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয় । ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৪জন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা শিক্ষা বৃত্তি অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৫.ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব **''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান''** উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা-২০২২ উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর

চলমান পাতা-৪

সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও সুশীল সমাজের নেতৃবর্গ সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৩''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

৪.৬.জাতীয় দিবস উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

চলমান পাতা-৫

৪.৭.দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৪.৮.বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান।

এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। নিয়মিতভাবে ট্রাস্টের উদ্যোগে ‘‘সপ্তপর্ণী’’ নামে একটি বার্ষিক জার্নাল প্রকাশ করা হয়। “বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৩” উপলক্ষে ‘‘সপ্তপর্ণী’’ প্রকাশ করা হয়েছে ।

৪.৯.ওয়েব-সাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ‘‘রূপকল্প -২০২১’’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (*www.brwt.gov.bd*) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

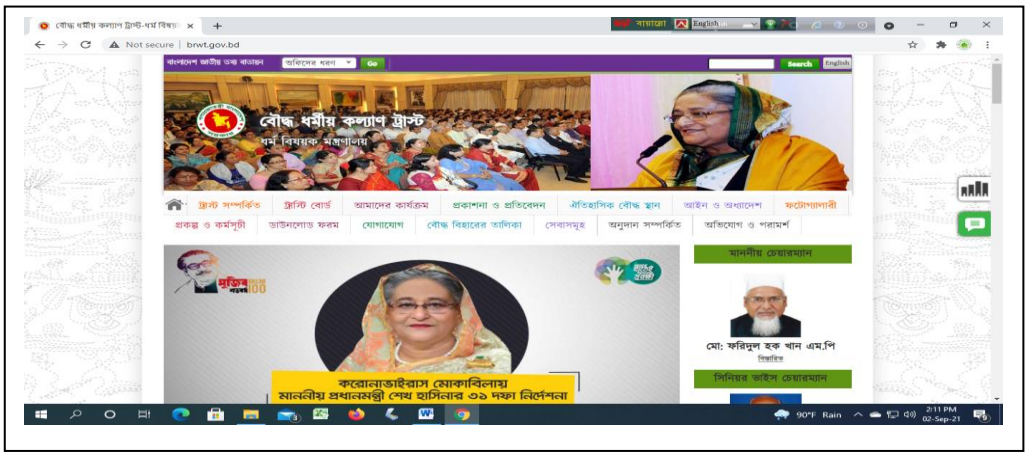

৪.১০.প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৫খ্রি: হতে ‘‘প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প’’বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা ডিসেম্বর,২০২১খ্রিঃ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

জানুয়ারী, ২০২২খ্রিঃ প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিন বছর (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫) প্রকল্পের ব্যয় ১৬কোটি ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০০জন

চলমান পাতা-৬

কিশোর কিশোরী সহজ ত্রিপিটক শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৪০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৪.১১.বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১২.অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

----------জয়দত্ত বড়ুয়া, সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয়ন কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়